প্রথম আলো

তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... [illegible] ...

নারায়ণগঞ্জে প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছনা

বিদ্যালয় খুললেও উপস্থিতি কম

শরিফুল হাসান, নারায়ণগঞ্জ থেকে ●

দুই সপ্তাহ গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চবিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেশ কম। আর স্বপদে বহাল হলেও প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত 'নিরাপত্তাহীনতার' কারণে এখনো বিদ্যালয়ে যোগ দেননি। তিনি গতকাল রোববার *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ডাক্তাররা ছেড়ে দিলেই আমি স্কুলে যোগ দিতে চাই।'

গতকাল বেলা ১১টার দিকে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, সব ক্লাস চলছে। বিভিন্ন শ্রেণির হাজিরা খাতা দেখে শিক্ষকেরা জানালেন, গতকাল এই বিদ্যালয়ের ৮৩৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬৭ জন এসেছে।

নিচতলায় প্রধান শিক্ষকের কক্ষটি বন্ধ পাওয়া গেল। মোট শিক্ষক ১৪ জন। শিক্ষকদের কক্ষে গিয়ে পাঁচজনকে পাওয়া গেল। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম কেন—জানতে চাইলে শিক্ষকেরা বলেন, দুই সপ্তাহ ছুটির পর বিদ্যালয় খুলেছে। এ কারণে উপস্থিতি কম। এই সপ্তাহেই পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

সহকারী প্রধান শিক্ষক পারভীন আক্তার *প্রথম আলো*কে বলেন, 'যোগ্যতার কারণে শ্যামল কান্তিকে প্রধান শিক্ষক করা হয়। আমরা সব শিক্ষক তাঁকে সহযোগিতা করেছি। তিল তিল করে সবাই মিলে স্কুলটা দাঁড় করিয়েছি।' তিনি বলেন, '১৩ মে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যেটি ঘটেছে, সেটি ঘটার কোনো কারণই ছি না। আমরা এখন সবার সহযোগিতা চাই, যেন সব স্বাভাবিক হয়।'

পারভীন আক্তার, জুলহাস মিয়া, আনোয়ার হোসেনসহ এই বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বললেন, বিদ্যালয় ছিল না বলে আগে এই গ্রামে মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়ে পাওয়া যেত না। কিন্তু এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আশপাশের দশ গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। বিশেষ করে মেয়েরা। এদের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হয়েছে। কেউ কেউ চাকরি করছে।

এই বিদ্যালয়ে এমন ঘটনা কেন ঘটল? জবাবে বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও শ্যামল কান্তি ভক্তের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন সদস্য প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে যেসব অন্যায় আবদার করতেন, সেগুলো না মানায় তাঁরা প্রধান শিক্ষককে সরানোর সুযোগ খুঁজছিলেন। ৮ মে ক্লাসে একজন ছাত্রকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁরাই শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগ আনেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাতিল করলেও গতকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার সময়েই সেখানে এসে হাজির হন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোবারক হোসেন। তিনি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ করতে থাকেন। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আছে—জানতে চাইলে তিনি গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন স্থানে দেওয়া একটি আবেদন দেখান। 'প্রধান শিক্ষকের ঘুষ-বাণিজ্য ও অনিয়ম' শিরোনামে আবেদনটি দেওয়া হলেও পুরোটা পড়ে দেখা গেল, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। কমিটি বাতিল হওয়ার পরেও বিদ্যালয়ে কী করছেন? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি তো কটূক্তি বা অন্য কোনো অভিযোগ পায়নি? আপনি কেন বলছেন? এসব প্রশ্নের জবাবে মোবারক হোসেন বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী ঠিক বলছেন না।'

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ফারুকুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বিভিন্ন সময়ে শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে বলেছেন পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন। আমি সবাইকে বলেছি, এমন যোগ্য শিক্ষক এখনো কেউ হয়ে উঠতে পারেননি।' সে দিনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ছুটির দিনে কীভাবে এ ঘটনা ঘটল, আমি বুঝে উঠতে পারিনি। এখন তো মনে হচ্ছে, ঘটনা পরিকল্পিত। পুলিশ তদন্ত করুক, কারা সেদিন মসজিদে প্রচারণা চালিয়েছিল। এর পেছনে অন্য কী উদ্দেশ্য ছিল।'